ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়া সাব রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী বরখাস্ত

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম মুকুলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার সিংহ তাকে বরখাস্ত করেন।

টনার বিবরণে জানা যায়, গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বি এম আব্দুর রফেল কুষ্টিয়া সদর উপজেলা রেজিস্ট্রি অফিসে জমি রেজিস্ট্রি করতে যান। সেখানে তাঁর কাছে ঘুষ চাওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। পরে ওই আইন কর্মকর্তার ভাইয়ের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নেন ওই কর্মচারী। বি এম রফেল এ ব্যাপারে তাঁর ফেসবুক পেজে পোস্ট দিলে তা নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার সিংহ বলেন,‘বি এম আব্দুর রফেল আমার দপ্তরে এসেছিলেন জমি রেজিস্ট্রি করতে। উনার কাজ দ্রুত করে দিই। তাঁর কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল বলে শুনেছি। পরে অফিস ফির টাকা বাদে বাকি টাকা ফেরত দিতে বলেছি। আর এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম মুকুলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম মুকুলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও ঘুষ লেনদেনের সময় দুদুকের হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি।

কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমন

বাড়ছেই! একদিনে ৫ মৃত্যু শনাক্ত ১২২

কুষ্টিয়ায় লকডাউনের মধ্যেও লাগামহীন করোনা সংক্রমন। জেলায় এতদিনে আরো ৫ জন করোনা রোগি মারা গেছেন। এ নিয়ে জেলায় গত ৪দিনে ২৫ জন মানুষ করোনায় মারা গেলেন। গত সোমবার রাত ৮টা থেকে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১০টার পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় নতুন করে আরো ১১৯ জন রোগি সনাক্ত হয়েছে। গত সোমবার রাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রেস রিলিজ অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় জেলায় ৩২৩টি নমুনা পরীক্ষা করে ১২২ জন রোগি সনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষার বিপরিতে সনাক্তের হার প্রায় ৩৭ শতাংশ। নতুন রোগীর মধ্যে সদর উপজেলায় সর্বোচ্চ ৩৯ জন, কুমারখালী উপজেলায় ২৫ জন, মিরপুর উপজেলায় ২০ জন, দৌলতপুরে ১৪ জন, খোকসা উপজেলায় ১২ জন ও ভেড়ামারা উপজেলায় ৯ জন রোগী সনাক্ত হয়েছে।

এনিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৪২২ জন। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৯৮৫ জন মানুষ। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন জন ১৬৬ জন মানুষ। নতুন শনাক্ত হওয়ার রোগীর মধ্যে সদর উপজেলায় সর্বোচ্চ ৮৩ জন, কুমারখালী উপজেলায় ৮ জন, মিরপুর উপজেলায় ১৪ জন, দৌলতপুরে ৫ জন, খোকসা উপজেলায় ১০ জন ও ভেড়ামারা উপজেলায় ৮ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। এনিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৪২২ জন। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫০৬১ জন মানুষ। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন জন ১৬২ জন মানুষ।

এদিকে, গত ১০ দিনে জেলায় ১০৪১ জন করোনা রোগি সনাক্ত হয়েছে। ২৫০ শয্যার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে রোগি সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন ডাক্তার ও নার্সরা। এ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে শয্যা সংখ্যা ১০০ হলেও বর্তমানে ভর্তি আছে ১৪৭ জন রোগি। এদিকে, রোগির চাপ সামলাতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, জেলায় রোগির করোনা রোগির সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে মারাত্মক চিকিৎসা সংকট তৈরী হতে পারে। এ কারণে কুষ্টিয়া জেনারেল

কেবলমাত্র করোনা রোগি ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ হাসপাতালতে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা হওয়ায় কেবল করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। অন্য রোগীদের জন্য ডায়াবেটিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হবে।

শুধুমাত্র জরুরি রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে এখানে। এদিকে, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দুই দফার কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের পর গতকাল সোমবার থেকে জেলায় সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বন্ধ রয়েছে সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। নিত্য প্রয়োজনীয় দব্যের দোকান চালু থাকছে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম জানান, লকডাউনে লোক সমাগম ঠেকাতে পুলিশ শহরে প্রবেশের ৮টি পথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। জেলা শহর ছাড়াও উপজেলা পর্যায়েও লকডাউন কার্যকরে তৎপরতা চালাচ্ছে প্রশাসন।

কুষ্টিয়ায় দেড় মাসের শিশুর করোনা শনাক্ত

কুষ্টিয়ায় দেড় মাস বয়সী শিশুর দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে শিশুটিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছে। শিশুটির নাম প্রিন্স। কুষ্টিয়া বড় স্টেশন এলাকার আকাশে আলির ছেলে।

হাসপাতাল সুত্রে জানা যায়, গত সোমবার ঠান্ডা জ্বর নিয়ে আকাশ আলী শিশুটিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর বিকেলে শিশুটিকে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করে। পরে নমুনা সংগ্রহ করে টেস্ট করালে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে পজেটিভ রিপোর্ট আসে। ব

র্তমানে শিশুটিকে শিশু ওয়ার্ড থেকে করোনা ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। শিশুটির পিতা আকাশ আলী জানান, কয়েকদিন যাবত ঠান্ডা জ্বরে ভুগছিল। গতকাল তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করি। নমুনা সংগ্রহের পর তার দেহে করোনা পজিটিভ

সনাক্ত হয়েছে।

এবিষয়ে করোনা ওয়ার্ডে দায়িত্বে থাকা ডাঃ ইফেতখার হাসান জানান, কুষ্টিয়ায় এই প্রথম দেড় মাসের শিশুর দেহে করোনা সনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে শিশুটিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বাড়ছেই করোনা: এমপি হানিফের উদ্যোগে হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর-৩ আসনের সাংসদ মাহবুবউল আলম হানিফের উদ্যোগে ১০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। জানা যায়, গত ৬ ও ৭ মে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় প্রায় ১ কোটি টাকা বাজেটে কুষ্টিয়া মোহিনি মিল মাঠ ও শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে ১১ হাজার অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

তবে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ১ কোটি টাকার পুরোটা খরচ হয়নি। এখান থেকে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়েই মূলত ১০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা করবেন বলেও কুষ্টিয়া স্বাস্থ্য অধিদফতরকে আশ্বস্ত করেছেন হানিফ। কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতি খুবই নাজুক। পরিস্থিতি বিবেচনায় কঠোর লকডাউন দিতে হয়েছে পুরো জেলায়, তারপরও করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে।

জেলায় প্রতিদিন করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান এই করোনা রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ করতে কুষ্টিয়ার স্বাস্থ্য অধিদফতরকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। করোনার শুরু থেকে কুষ্টিয়া জেলায় শনাক্তের হার কখনো ২০ শতাংশের

ওপরে যায়নি। কিন্তু এখন শনাক্তের হার ৪০ শতাংশের ওপরে উঠে গেছে। এতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভিড় লেগেই আছে। বেডের তুলনায় সেখানে প্রায় দ্বিগুণ রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বেড না থাকায় রোগীদের বারান্দায় রাখতে হচ্ছে। রোগীর ভিড় বেড়ে যাওয়ায় ওয়ার্ডের বারান্দা, স্বাস্থ্যকর্মীদের বসার জায়গাটুকুও রোগীর শয্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালের ১০ নং সার্জিক্যাল ওয়ার্ড ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালের একটি অংশকে করোনা ওয়ার্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল কুষ্টিয়ায় ৩২৩ টি নমুনার মধ্যে ১১৯ টি পজিটিভ এসেছে। এছাড়াও করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন ৩২৩ টি নমুনার মধ্যে ১১৯ টি পজিটিভ। যার মধ্যে পিসিআর ল্যাবে ১৮৪ টি এবং এন্টিজেন টেস্ট ১৩৯ টি নমুনার মধ্যে যথাক্রমে ৫৫ টি এবং ৬৪ টি পজিটিভ এসেছে।

উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৩৯ জন,কুমারখালি ২৫ জন,দৌলতপুরে ১৪ জন, ভেড়ামারায় ৯ জন,মিরপুর উপজেলায় ২০ জন, খোকসায় ১২ জন পজিটিভ এসেছে। এদিকে কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউনের প্রথম দিনে জেলার ৬টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১০টি অভিযানে ৬০ জনকে ৬৫ হাজার ৮শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউনে করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় কঠোর বিধি-নিষেধ (লকডাউন) আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এ জরিমানা আরোপ ও আদায় করেন।

কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণ

প্রতিরোধে পুলিশ সদা কাজ করে যাচ্ছে! এসপি খাইরুল আলম

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ খাইরুল আলম বলেছেন, কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে পুলিশ সদা কাজ করে যাচ্ছে । সোমবার কুষ্টিয়া সপ্তাহব্যাপী লকডাউনের প্রথম দিনে তিনি কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, মাস্ক ব্যবহার করলে, তা মাস্ক পরা ব্যক্তির থেকে অন্যদের কাছে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। শুধু মাস্ক ব্যবহার করলেই ঈঙঠওউ-১৯-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে না এবং তার পাশাপাশি শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং হাত ধুতে হবে।এজন্য স্বাস্থ্যবিধি ও পরামর্শ মেনে চলার পাশাপাশি কঠোর লকডাউন মেনে চলতে অনুরোধ করেন।

এদিকে লকডাউনের প্রথমদিনে কুষ্টিয়ার ত্রিমহনী, মজমপুর, চোড়হাস মোড়, হরিপুর শেখ রাসেল সংযোগ সেতুর উত্তর প্রান্ত সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশ সুপার কুষ্টিয়ার নের্তৃত্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে পুলিশ অবস্থান নেয়।

পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম নিজে হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করে স্থানীয় জনসাধারণের অকারণে ঘুরাঘুরি না করে বাড়ীতে যাওয়ার আহবান করেন। তিনি জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের উপর কঠোর বিধিনিষেধ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার সিনিয়র ম্যানেজমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এসপি কুষ্টিয়া এ সময় শহরের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে ঘুরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন এবং পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এ সময় তিনি পুলিশ কর্তৃক মজমপুরের মত কুষ্টিয়া শহরের বারখাদা ত্রিমোহনী মোড়,বটতৈল মোড়,লাহিনী বটতৈল মোড়,মোল্লাতেঘরিয়া মোড়,মিলপাড়া রেলক্রসিং, হরিপুর শেখ রাসেল সংযোগ সেতুর উত্তর প্রান্ত, জগতি রেল বাজার চেকপোস্ট সহ সাত স্থানে অনুরুপ যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তাও প্রত্যক্ষ করেন।তবে পুলিশের এমন নজরারীর

কারনে কুষ্টিয়া শহরে যানবাহন শূন্য ও রাস্তা ফাঁকা দেখা যায়। উল্লেখ্য করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চলমান কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে জেলা পুলিশ কুষ্টিয়া উল্লেখিত স্থানে সকাল ৬ টা হতে রাত ১০ টা পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও ২৪ ঘন্টা টহল টিম শহরের বিভিন্ন স্থানে কর্তব্যরত আছে। অকারণে বাইরে ঘুরাঘুরি না করে তিনি সবাইকেই নিজ বাসায় অবস্থান করার জন্য বলেন এবং মাস্ক পরার প্রতি জোর তাগিদ দেন।কুষ্টিয়া জেলার সম্মানিত সকল নাগরিকদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বিধিনিষেধ সমুহ মেনে চলার জন্য পুলিশ সুপার কুষ্টিয়া মোঃ খাইরুল আলম অনুরোধ করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ), মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা), মোঃ রাজিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর), মোঃ আতিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, অফিসার ইন চার্জ কুষ্টিয়া মডেল থানা, ওসি ডিবি, টিআই-১,আরআরআই কুষ্টিয়াসহ জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার সকল র্যাংকের অফিসার ও ফোর্স।

সেতু এনজিওর সহযোগীতায় ড্রাগন চাষ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মিরপুরের আসাদ

ড্রাগন চাষে লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের মো. আসাদ আলী। অন্য ফসলে লোকসানের পর নিজের প্রায় দেড় বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন ড্রাগন ফলের বাগান। ড্রাগন চাষ লাভজনক হাওয়ায় তাকে দেখে অন্য চাষিরাও আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় সাত থেকে আট ফুট দূরত্বে কংক্রিটের তৈরি পিলারের চারপাশে ড্রাগন গাছ রোপণ করা হয়েছে।

কংক্রিটের এসব পিলারের ওপরে লোহার রডের সঙ্গে সাইকেলের পুরনো টায়ার দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক গাছে পাকা গোলাপী রয়ের ফলে পুরো বাগানজুড়ে। উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের ড্রাগন চাষি মো. আসাদ আলী বলেন, ‘আমার এই জমিতে প্রায় ৩০ বছর পানের বরজ ছিল। বরজটি ভাইরাসের কারণে মারা যায়। ফলে আমি বেকার হয়ে পড়ি।

সেতু এনজিওর নির্বাহী পরিচালক এম,এ, কাদের এর সার্বিক সহয়োগীতায় এবং ঝিনাইদহের এক বন্ধু পরামর্শে ড্রাগন ফল চাষ শুরু করেন। এরপর ঝিনাইদহের গিয়ে ড্রাগন বাগানে বেশ কয়েকবার গিয়ে ড্রাগনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। পরবর্তীতে প্রায় দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ শুরু করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘ড্রাগনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য যখন ওই বাগানে যাই, তখন বাগানের পরিচর্যকারীরা আমাকে জানায় যে- ড্রাগনের ফল আসতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। তখন আমি একটু হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজে যখন চাষ শুরু করেছি, তখন ধারণাটি বদলে যায়। আমি দেড় বছরের মাথায় আমার বাগানে ফুল-ফল আসতে শুরু করে। ইতোমধ্যে আমি সাড়ে তিনশ টাকা কেজি দরে দুইশ কেজি ফল বাজারে বিক্রি করেছি।

তবে এই লকডাউনের কারনে একটু হতাশ হচ্ছি বিক্রি করা নিয়ে। ফলের পাশাপাশি ড্রাগনের চারা বিক্রি করেও আমার বাড়তি আয় হচ্ছে বলেও জানান তিনি। ড্রাগন চাষের ব্যয় সম্পর্কে আসাদ বলেন, ‘আমার দেড় বিঘা জমিতে ২২৫টি পিলার রয়েছে। এসব পিলার বগুড়া থেকে সংগ্রহ করেছি। প্রতিটি পিলারের খরচ পড়েছে ২৫০ টাকা। এছাড়াও গাড়ি ভাড়ায় ৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আমার জমিতে প্রায় এক হাজার চারা রয়েছে। পিলার, সেঁচ, সার ও চারা সব মিলিয়ে দেড় বিঘা জমিতে আমার প্রায় চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে।’ এই দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগন ফল বিক্রি করে বছরে আমার ৬ থেকে ৮ লাখ টাকা আয় হবে বলে আশা করছি। ড্রাগন চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, ‘প্রথমে জমি চাষ করে নিতে হবে। চারা রোপণের কয়েকদিন পূর্বে ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে জৈব সার দিয়ে দিতে হবে। এরপর হাফ ইঞ্চি কম মাটিতে চারা রোপণ করতে হবে। একটি পিলারে চারটা ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করা যায়। এছাড়াও এক পিলার থেকে অন্য পিলারের দূরত্ব হতে হবে সাত ফিট।’ তিনি আরও জানান, ড্রাগন ফল চাষ করতে জৈব সার বেশি প্রয়োজন হয়। কৃষি বিভাগ তাকে সেচ যন্ত্রের সুবিধাসহ ভার্মি কম্পোস্ট করতে সহায়তা করেছি। এছাড়াও প্রতিনিয়ত তার বাগানে গিয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

‘সেতু এনজিওর নির্বাহী পরিচালক এম,এ, কাদের জানান, ড্রাগন একটি

পুষ্টিকর ফল। এবং এটি অনেক লাভজনক। আমাদের এনজিওর মাধ্যমে মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের কৃষক আসাদ আলীকে পরীক্ষামূলকভাবে দেড় বিঘা জমিতে ড্রাগনের চাষ করতে উৎসাহিত করেছি। প্রায় দেড় বছর পর এখন বাগানজুড়ে ড্রাগন ফল এসেছে। আসাদ এখন সফলতা পেতে শুরু করেছেন। আসাদের ড্রাগন ফলের চাষে সহায়তা জন্য তাকে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উপকরণ ও সহযোগীতা অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন লাবলু বলেন, ড্রাগন ফল অত্যান্ত পুষ্টিকর একটি ফল। এ ফলে রয়েছে অধিক পরিমাণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। তবে প্রতিনিয়ত এটা খেলে শরীরের জন্য বেশ উপকার।

কুষ্টিয়া জেলা তাতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশীদ জানান, ড্রাগন ফল বিদেশি ফল হলেও ড্রাগন ফলের সতেজ করা স্বাদ ও পুষ্টিগুণের জন্য বাংলাদেশেও এখন এই ফল চাষ হচ্ছে। তবে কুষ্টিয়ায় এর চাষ হচ্ছে জেনে আমরা বাগান থেকে সংগ্রহ করেছি। বেশ সুস্বাদু থাকায় খেয়েও অনেক মজা। অনলাইনে সিজিনাল ফল বিক্রি করেন কৃষকের বন্ধু এস এম জামাল। তিনি বলেন, আসাদ ভাইয়ের বাগান থেকে ড্রাগন নিয়ে জেলার শহর ছাড়াও ঢাকায় অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করতাম। কিন্তু দেশের যে পরিস্থিতি সেজন্য এ ফল বিক্রি করতে এখন অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে। তবুও বর্তমানে ফোনে অর্ডার নিচ্ছি এরপর কুরিয়ারের মাধ্যমে ফল ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রতি কেজি দরে ড্রাগন ফল ৩০০ টাকায় কিনে ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করছি।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল ঘোষণার আবেদন

কুষ্টিয়ার জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে রবিবার রাত ৮টা পর্যন্ত গত ৪৮ ঘণ্টায় ১৭ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় হাসপাতালে করোনায় মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫৭।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার তাপস কুমার সরকার জানান, করোনা রোগী ও সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা হাসপাতালটি করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণা করে চিকিৎসক, জনবল ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য আজই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালককে হাসপাতালের তত্ববধায়ক ডাক্তার আব্দুল মোমেন চিঠি দিয়েছেন। করোনা রোগীর বাড়তি চাপ সামলাতে চিকিৎসক, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টসহ জনবল বৃদ্ধি ও অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, পালস অক্সিমিটার জরুরি ভিত্তিতে দেওয়ার জন্য ওই চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে। চিঠির পর নতুন ১০জন ডাক্তারকে এখানে ডেপুটেশনে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, এ হাসপাতালে ননকোভিড রোগী ভর্তি ও চিকিৎসা সংকুচিত করে পাশের ডায়াবেটিক হাসপাতালে বিকল্প ব্যবস্থায় চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে প্রতিদিনই রোগী সংখ্যা বাড়ছে। গত রবিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবরেটরির প্রাপ্ত রিপোর্টে ৮৬জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

এরআগে শনিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবরেটরির প্রাপ্ত রিপোর্টে ১৬৪জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। শুক্রবার রাতে ১১২ জন শনাক্ত হয়েছিল। চিকৎসকরা বলছেন, চলতি মাসের প্রথমদিকে জেলায় করোনা শনাক্তের হার ছিল ১০ ভাগ। পরবর্তীতে সংক্রমণ বেড়ে ৩০ ভাগের উঠে।

ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে এখন সংক্রমণ হার ৪২ ভাগের ওপরে উঠে গেছে। হাসপাতালে ১০০ শয্যার করোনা ওয়ার্ডে এখন রোগী ভর্তি আছে ১১০ জন। করোনা ওয়ার্ডে বর্তমানে নতুন রোগী ভর্তির সুযোগ নেই। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাক্তার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, করোনা রোগীর চিকিৎসায় সর্বাত্মক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে। সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি রোধে জেলা জুড়ে লকডাউনসহ কঠোর স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের বিকল্প নেই।

কুষ্টিয়ায় এক সপ্তাহের কঠোর

লকডাউনের ঘোষণা

কুষ্টিয়ায় করোনা প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলাব্যাপী কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছে প্রশাসন। রবিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি ভার্চুয়াল জরুরী সভা শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন করোনার সময়কালীন দায়িত্বে থাকা কুষ্টিয়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব সুলতানা আফরোজ।

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়ার পু্লশি সুপার (এসপি) খাইরুল আলম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডাঃ আনোয়ারুল ইসলাম, এনএসআই এর যুগ্ম পরিচালক ইদ্রিস আলী, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ সদর উদ্দিন খান, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার, কুষ্টিয়া পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহীন উদ্দিনসহ সকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউএনওগণ।

সভায় জানানো হয়, রবিবার রাত ১২ টা থেকে কুষ্টিয়ার ৬ উপজেলা এ লকডাউনের আওতায় আসছে। পাশাপাশি জেলার সকল শিল্প কলকারখানার বন্ধ রাখা হবে বলে সভায় জানানো হয়।এছাড়াও শহরের পাশেই গড়াই নদীর হরিপুর সেতু ও ঘোড়াই ঘাটসহ গণপরিবহন এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এবং মসজিদে সীমিত সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিত থাকতে পারবে বলেও সভায় জানানো হয়। কুষ্টিয়ায় প্রতিদিন হুহু করে বেড়েই চলেছে করোনা। তাই কুষ্টিয়া মেডকেল কলেজ হাসপাতালে আরেকটি পিসিআর ল্যাব ও এন্টিজেন পরীক্ষা করার ল্যাব যেন কুষ্টিয়ায় চালু হয় সেই দাবীও জানানো হয়। কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সহসভাপতি এসএম কাদির শাকিল জানান, কাঁচাবাজার সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে কুষ্টিয়া ইসলামী কলেজ মাঠ এবং পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে বসানো হবে।

তবে কুষ্টিয়া ইসলামী কলেজ মাঠে বর্ষনের কারনে পানি জমে থাকায় তা নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চত করতে পৌর মেয়রকে অনেুরোধ করেন। যাতে

করে সেখানে অন্তত কাঁচা বাজার বসানোর ব্যবস্থা করা যায়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, করোনা রোগী ও সংক্রমণ ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা হাসপাতালটি করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণাসহ চিকিৎসক, জনবল ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালককে হাসপাতালের তত্ববধায়ক ডাক্তার আব্দুল মোমেন চিঠি দিয়েছেন। এদিকে এ হাসপাতালে ননকোভিড রোগী ভর্তি ও চিকিৎসা সংকুচিত করে ডায়াবেটিক হাসপাতালে বিকল্প ব্যবস্থায় চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হাসপাতালে প্রতিদিনই রোগী সংখ্যা বাড়ছে।

গত শনিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবরেটরির প্রাপ্ত রিপোর্টে ১৬৪ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। এরআগে শুক্রবার রাতে ১১২ জন ও বৃহস্পতিবার ১৫৬ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়।

কুষ্টিয়ায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট বনি আমীন বলেছেন, সরকার চায় না শিক্ষিত তরুণ শুধু চাকরি খুঁজবে, বরং তারা নতুন চাকরির ব্যবস্থা করবে। সে জন্য দেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার। আর তারই ধারাবাহিকতায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা চালু করেছে।

রবিবার সকালে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ’র (বিডা) উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প কুষ্টিয়ার আয়োজনে ও

জেলাপ্রশাসন কুষ্টিয়ার তত্ত্বাবধানে ‘তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’ এই প্রতিপাদ্যকে তুলে ধরে বিভিন্ন সেকশনে এক মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, উদ্যোক্তাদের পরিশ্রমি হতে হবে, সৃজনশীলতায় পরিপক্ক হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করবে।এজন্য এই প্রশিক্ষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প কুষ্টিয়ার প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক জনাব জাফর আহমেদ।

তিনি বলেন, ‘এ প্রকল্পের তরুণ প্রশিক্ষণার্থিদের মূল কাজ হচ্ছে ভবিষ্যৎ নির্মাণ, অতীতে শ্রম নির্ভর কর্মকাণ্ডের ওপরে উন্নয়ন নির্ভর করত কিন্তু এখন প্রযুক্তি ও জ্ঞান নির্ভর সমাজ। আরও অনেক দূর যাবো, আমাদের যেতে হবে; তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের। উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ দরকার, চাকরি খোঁজা নয়, চাকরিদাতায় রূপান্তর হতে হবে।’ প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে পারলেই কেবল ব্যাক্তি জীবনে সফলতা লাভ করা যায়। আর ব্যাক্তি জীবনে সফলতা আসলেই কেবল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করবে।

কুষ্টিয়ায় একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৮ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা সবাই করোনা পজিটিভ ছিলেন। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত একজন মারা যান।

গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ১১২ রোগী শনাক্ত হয়েছে। একদিনে পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার প্রায় ৩২ শতাংশ।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ

তাপস কুমার সরকার বলেন, শুক্রবার রাতে ৭ জন মারা গেছে। আর শনিবার সকালে মারা যান একজন। এটিই এ হাসপাতাল তথা জেলায় একদিনে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু।

এদিকে, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ১০০ শয্যার বিপরীতে বর্তমানে ১১৩ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। ওয়ার্ডে নতুন করে আর কোনো রোগী ভর্তির সুযোগ নেই। এ পরিস্থিতিতে হাসপাতাল থেকে ৩০ জন সাধারণ রোগীকে পাশের মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিস হাসপাতালে স্থানাস্তর করেছে কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতালে দেখা দিয়েছে অক্সিজেন সংকট। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো থেকে যেসব রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে, সেসব রোগীর প্রত্যেকেরই অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি গত ১১ জুন মধ্যরাত থেকে অধিক সংক্রমিত কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় ৭ দিনের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। তবে এই বিধিনিষেধ অনেকটা কাগজেকলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঠ পর্যায়ে তা খুব একটা কার্যকর হতে দেখা যায়নি।

শুক্রবার ওই বিধিনিষেধের মেয়াদ শেষ হলে নতুন করে আরও ৭ দিনের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে করোনা প্রতিরোধ কমিটি। তবে শনিবার সকাল থেকে এই বিধিনিষেধ কার্যকর করতে প্রশাসনের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

ঈদের পর থেকে কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণের মাত্রা কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না, ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শুক্রবারও আক্রান্তের সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়েছে।

শুক্রবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পিসিআর ল্যাবে মোট ৩৬৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ১১২টি নমুনা পজিটিভ আসে। পরীক্ষার বিপরীতে আক্রান্তের হার প্রায় ৩২ শতাংশ। নতুন শনাক্ত হওয়ার রোগীর মধ্যে সদর উপজেলার সর্বোচ্চ ৭৫ জন, কুমারখালী উপজেলার ১৬ জন, মিরপুর উপজেলার ৪ জন, দৌলতপুরের ৫ জন, খোকসা উপজেলার ৪ জন ও ভেড়ামারা উপজেলার ৮ জন।

এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬১৭৫ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪ হাজার ৯৬৯ জন। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১৪৮ জন।